তারিখ ... 27 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

যুগান্তর

কোচিং ও গাইড বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে

আতাউল করিম খোকন/অমিত রায়, *ময়মনসিংহ ব্যুরো*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

ময়মনসিংহ মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়

প্রশিক্ষণ স্বল্পতা এবং প্রশ্নপত্র সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণার কারণে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ার এতদিন পরও শিক্ষকদের অনেকে ক্লাসে শুধু দায়সারাভাবে রিডিং পড়ান। ফলে ভালো ফলের আশায় শিক্ষার্থীরা একদিকে গাইড বইয়ের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে, অন্যদিকে অভিভাবকরাও সন্তানের সাফল্যের জন্য কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। আর এই সুযোগে চলছে রমরমা কোচিং বাণিজ্য। ময়মনসিংহের মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া হঠাৎ করে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা সঠিক হয়নি। তারা জানান, এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্লাসে মনোযোগী হতে হবে।

বন্ধ করতে হবে কোচিং ও গাইড বাণিজ্য। তবে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শিক্ষকরা ক্লাসে শুধু রিডিং পড়ান, দাগিয়ে দেন আর পড়ে আসতে বলেন। পুরনো পদ্ধতিতেই চলছে পাঠদান। তারা জানায়, শিক্ষকরাই যেখানে ভালো করে বোঝেন না, বোঝান না, সেখানে শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করবে কিভাবে। আগের পদ্ধতিতে মুখস্থ করলেই হতো। কিন্তু এখন নিজে বুঝে আয়ত্ত করতে হবে তারপর উত্তর লিখতে হবে। বিদ্যালয়টির রেক্টর জানান, যারা পড়াবে তাদের দীর্ঘমেয়াদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষকদের মাত্র

হবে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

হবে : বন্ধ করতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তিন দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন একটি পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রপ্ত করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ। সৃজনশীলে প্রশিক্ষিত ও রপ্ত শিক্ষকরা যদি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়ান এবং বুঝান তাহলে কোচিং নির্ভরশীলতা ও গাইড বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কমবে।

কাল ছাপা হবে : কিশোরগঞ্জের আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউশন